তারিখ ... 24 JAN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২

সংবাদ

জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা

আড়াই লাখ শিক্ষার্থী নবম শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারছে না

রাকিব উদ্দিন

অষ্টম শ্রেণীর জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় এক কিংবা দুই বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়া প্রায় আড়াই লাখ ছাত্রছাত্রী আর নবম শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না। যারা ইতোমধ্যেই নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে, তাদের ভর্তি বাতিল হবে। ২০১২ সালে অকৃতকার্য হওয়া সব শিক্ষার্থীকেই ২০১৩ সালে পুনরায় সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্ত সম্প্রতি সাধারণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

তবে সরকারের এই সিদ্ধান্তে ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেছেন অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। কারণ প্রায় সব স্কুলেই এক কিংবা দুই বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়া ছাত্রছাত্রীদের নবম শ্রেণীতে ইতোমধ্যে ভর্তি করা হয়েছে। অথচ হঠাৎ করে সরকার জানিয়ে দিল- ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের নবম শ্রেণীতে ভর্তি করা যাবে না। শিক্ষক ও অভিভাবকরা বলেছেন- হঠাৎ কেন এই সিদ্ধান্ত? ২০১১ সালে কিংবা ২০১২ সালে জেএসসির ফল প্রকাশের দিন এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হলে ছাত্রছাত্রীরা উদ্বিগ্ন থাকত না।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক) এএস মাহমুদ গতকাল সংবাদকে বলেছেন, 'জেএসসি ও জেডিসিতে প্রথম দু'বছর একটু বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ফেল (অকৃতকার্য) করে। এই পরীক্ষার ধারণাটি তখন ছিল একেবারেই নতুন। তাই যারা এক, দুই কিংবা তিন বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছিল, তাদেরও নবম শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়েছিল। এতে শর্ত ছিল- ফেল করা বিষয়গুলোতে পরবর্তী বছর পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে'। তিনি আরও বলেন, 'এই সুযোগ বছরের পর বছর চলতে পারে না; তাই ২০১২ সালে যারা জেএসসি ও জেডিসিতে ফেল করেছে, তারা আর নবম শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে না। যারা ইতোমধ্যে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে, তাদের ভর্তি বাতিল হবে'।

৯টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে গত শিক্ষাবর্ষ অর্থাৎ ২০১২ সালে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল ১৮ লাখ ৪১ হাজার ৭২৬ জন ছাত্রছাত্রী। তাদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয় ১৬ লাখ এক হাজার ৭৫০ জন। অর্থাৎ ফেল করেছে দুই লাখ ৩৯ হাজার ৯৭৬ ছাত্রছাত্রী। এদের প্রায় সবাই এক, দুই ও তিন বিষয়ে অকৃতকার্য

ভর্তি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৩

ভর্তি : হতে পারছে না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে বলে শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষক-কর্মচারী সংগ্রামী ঐক্য পরিষদের প্রধান সমন্বয়কারী নজরুল ইসলাম বনি সংবাদকে বলেছেন, 'জেএসসিতে এক বা দুই বিষয়ে ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের আমরা নবম শ্রেণীতে ভর্তি করছি। এখন এই সুযোগ বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হলে তা হবে হঠকারী ও কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ। এর ফলে অন্তত লাখ ছাত্রছাত্রীর ঝরে পড়ার আশঙ্কা থাকবে। বাধাগ্রস্ত হবে শিক্ষার অগ্রগতির ধারা'।

এ বিষয়ে সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ইনছান আলী সংবাদকে বলেন, জেএসসিতে ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের নবম শ্রেণীতে ভর্তি করা যাবে না, এমন কোন সরকারি সিদ্ধান্ত এখনও আমাদের কাছে আসেনি।

জানা যায়, জেএসসি ও জেডিসির ফল প্রকাশের দিন গত ২৭ ডিসেম্বর শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা সাংবাদিকদের জানিয়েছিল- ফেল করা ছাত্রছাত্রীরা নবম শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে কিনা সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। তা পরে সবাইকে অবহিত করা হবে। কিন্তু ফল প্রকাশের প্রায় দেড় মাস পরও অনেক স্কুলে সরকারের সিদ্ধান্ত পৌঁছেনি। ফলে দেশের প্রায় সব স্কুলেই ফেল করা ছাত্রছাত্রীরা নবম শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে বা পেয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০১২ সালে দুনিয়ার স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও সমমানের মাদ্রাসার দুনিয়ার দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষায় পাস করেছে ৮৬ দশমিক ৯৭ শতাংশ ছাত্রছাত্রী। ২০১১ সালে ৯টি শিক্ষা বোর্ডে জেএসসি ও জেডিসিতে গড় পাসের হার ছিল ৮৩ দশমিক ৭১ শতাংশ। ২০১০ সালে এই পরীক্ষায় পাসের হার ছিল ৭৩ দশমিক চার শতাংশ। এর আগের বছর ২০০৯ সালে পাসের হার ছিল ৭১ দশমিক ৩৪ শতাংশ।